জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইল: info@nhrc.org.bd

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.১৩/২৩

অভিযোগকারী - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বনাম

প্রতিপক্ষ –

ক্রমিক নং	তারিখ	আদেশ	মন্তব্য
০১	১৪/০২/২০২৩	গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে **"ধলপুরে তেলেগুদের উচ্ছেদের নির্দেশ"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরের তেলেগু কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ধলপুরের তেলেগু সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কার্যালয়ে ডেকে কলোনি ছাড়ার মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়। যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাতব্বরদের থানায় ডেকে হুমকি দিয়ে বিনা প্রতিবাদে কলোনি ছাড়তে বলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্য থেকে তেলেগুদের 'মেথর' হিসেবে কাজ করানোর জন্য এ দেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর সারাদেশে 'মেথর পট্টি' গড়ে তুলে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও কালের পরিক্রমায় জাত মেথরদের সুপরিকল্পিতভাবে তাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা থেকে বঞ্চিত করে সেখানে বাঙালিদের নিয়োগের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। এরপর তেলেগুদের অন্য কোনো পেশায় নিয়োগে কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীনতালাভের পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে তেলেগু সম্প্রদায়ের একটি অংশ যাত্রাবাড়ী থানার ধলপুরে বসবাস করে আসছেন। যেখানে বর্তমানে ২৬০টি তেলেগু পরিবারের বসবাস। এরই মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তেলেগু সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বিকল্প পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছাড়া তাদের উচ্ছেদ করা হবে না। কিন্তু গত ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে ৮/৯টি গাড়ি পুলিশ নিয়ে কলোনিতে ভাঙচুর চালানো হয়। বিকল্প হিসেবে যে জায়গায় তাদের যেতে বলা হয় সেটিও বেদখলি জমি। বুলডোজার দিয়ে ভাঙচুরের সময় দেওয়াল চাপায় দুজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। **সরকারি সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ভবনসমূহে ১৯৯১ সাল থেকে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিক ধলপুরের তেলেগু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের কলোনি থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া উৎখাতের বিষয়টি নিতান্তই অমানবিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে বিবেচনা করে এ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। সরেজমিন পরিদর্শনে কমিশন লক্ষ্য করে যে,** ➢ **তেলেগু জনগোষ্ঠীর মানুষ ১৯৯১ সাল থেকে বর্ণিত স্থানে বসবাস করে আসছে। সেখানে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে অনেক মানুষের বসবাস লক্ষ্য করা যায় যা অত্যন্ত অমানবিক।** ➢ **সরেজমিনে পরিদর্শনে উক্ত জায়গায় দুইটি চার্চ, একটি মন্দির ও একটি বিদ্যালয় (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে স্থাপনাসমূহ ভেঙ্গে উচ্ছেদ করলে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসতে পারে যা স্পর্শকাতর ও স্বাধীনতার চেতনা ধারণকারী অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্য শুভকর নয়। এছাড়া বিদ্যালয়টি না থাকলে সেখানে বসবাসরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ এখনো পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে পারেনি।** ➢ **প্রকৃত পক্ষে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। তারা দারিদ্রপীড়িত ও সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা এদেরকে গ্রহণ না করে এখনো দূরে সরিয়ে রেখেছে। যে কারণে শুধুমাত্র দরিদ্রতা ব্যতীতও যে কোন স্থানে এই পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পক্ষে বাসা ভাড়া নেয়ার সুযোগ পাওয়া কিংবা যে কোন স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সীমিত। যথাযথভাবে**	

CamScanner

		পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাদের উচ্ছেদ করা হলে তারা চরম অসহায়ত্বের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াও রাষ্ট্র ও সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে মর্মে কমিশন মনে করে। কাউকে পেছনে ফেলে দেশ কখনো এগিয়ে যেতে পারবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যেখানে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না এবং সারাদেশে তিনি গৃহহীন নাগরিকদের গৃহের ব্যবস্থা করছেন সেখানে এভাবে চরম দরিদ্র পীড়িত সমাজ বিচ্ছিন্ন একটি নাগরিক জনগোষ্ঠীকে কোন প্রকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত করা সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থী ও অমানবিক এবং এ কার্যক্রম মোটেও সমীচীন নয়। এঅবস্থায়, ধলপুরে বসবাসরত তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উচ্ছেদের আতঙ্ক হতে অব্যহতি দানপূর্বক পরিকল্পিত উপায়ে আবাসনের সংস্থান করে আগামী ২১/০৩/২০২৩ তারিখের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা-কে বলা হল। স্বাক্ষরিত/- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/সুয়োমটো.ঢা.১৩/২৩- ৪৪২৭ তারিখ: ১৪/০২/২০২৩

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা-১০০০।

সংযুক্তঃ ফর্দ।

২৪/০২/২০২৩

(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
ফোন:-০২-৫৫০১৩৭২১

CamScanner